গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সেবা সহজিকরণ						
১।	সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের চেক অনলাইনে বিতরণ (২০১৬ থেকে অদ্যাবধি)	ম্যানুয়াল চেক বিতরণ প্রক্রিয়ায় একজন উপকারীরভোগীর চেক প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ইতোপূর্বে চেক প্রাপ্তিতে প্রায় ১ মাসের অধিক সময় ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও উপকারভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠী হওয়ায় চেক বিতরণের দিনে সে তার দৈনিক কর্ম এবং আয় থেকেও বঞ্চিত হয়েছে এবং প্রত্যন্তাঞ্চল থেকেও শহরে চেক নেওয়ার জন্য আসার কারণে সময় এবং অর্থের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট দিনে উপকারভোগী কোন কারণে উপস্থিত না হতে পারায় পরবর্তীতে চেক প্রাপ্তিতে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অনেক চেক একসাথে প্রদানের কারণে একজনের চেক অন্যজনের কাছে অথবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উপকারভোগী নয় এমন ব্যক্তিও চেক গ্রহণ করতে পারে। উপকারভোগীর কাগজপত্র এবং একাউন্ট পরীক্ষান্তে অনলাইনে শেয়ারের অর্থ বিতরণ উদ্ভাবনের ফলে স্বল্প সময়ে ভোগান্তি ব্যতিরেকে নিজস্ব একাউন্ট এর মাধ্যমে উপকারভোগীর টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে যা তাদের আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।	কার্যকর আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	প্রযোজ্য নয়।	
২।	নার্সারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এনএমএস) এর মাধ্যমে চারা উত্তোলন ও বিক্রয়/বিতরণ পদ্ধতি	সামাজিক বন বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা উত্তোলন ও বিক্রয়/বিতরণ সম্পন্ন করা হয়. যেখানে চারা উত্তোলনের অনুমোদনের জন্য বিট/এসএফপিসি (নার্সারি কেন্দ্র) অফিস থেকে প্রথমে রেঞ্জ/এসএফএনটিসি পরবর্তীতে সহকারী বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয়ে বন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। একইভাবে, চারা বিক্রয়/বিতরণের ক্ষেত্রেও একই ধাপ	কার্যকর আছে।	পাইলট এলাকার সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	https://bfis.bforest.gov.bd/nms	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	সহজিকরণ (২০২২-২৩ থেকে অদ্যাবধি)	অনুসরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ধাপসমূহের সময় কমানো, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে পাইলটিং আকারে ওয়েব বেইজড নার্সারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এনএমএস) তৈরি করা হয়েছে। কার্যক্রমটি সফলভাবে পাইলট আকারে সামাজিক বন বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক বনায়নে অন্তর্ভূক্ত সকল বিভাগসমূহে ক্রমান্বয়ে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।				
৩।	সুন্দরবনে অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি) প্রাপ্তি সহজিকরণ (২০১৯-২০ থেকে অদ্যাবধি)	East Bengal Protection and Conservation of Fish Act-1950 এর বিধি-৪ মোতাবেক সুন্দরবনের বনজদ্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বন সংরক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত সুন্দরবনের রাজস্ব আদায়ের স্টেশনসমূহের সংশ্লিষ্ট স্টেশন কর্মকর্তাগণ পারমিট ও সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকেন। সেবা গ্রহীতাগণ সুন্দরবনের_অপ্রধান বনজদ্রব্য আহরণের জন্য বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে স্টেশন কর্মকর্তা/ রেঞ্জ অফিসে আবেদন করলে সেখানে যাচাই বাছাই শেষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এর দপ্তরে প্রেরণ করা হতো। সেখানে যাচাই বাছাই শেষে অনুমোদনপূর্বক আবার স্টেশন কর্মকর্তা/ রেঞ্জ অফিসে আসতো। তারপর বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেটটি একজন সেবা গ্রহীতার কাছে পৌছাতো। কিন্তু সেবা সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় মাঠ পর্যায় থেকে সকল আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে সরাসরি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এর দপ্তরে প্রেরণ করা হয় এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এর দপ্তর হতে যাচাই বাছাইপূর্বক অনুমোদিত সার্টিফিকেট অনলাইনের মাধ্যমে স্টেশন কর্মকর্তা/ রেঞ্জ অফিসে পৌঁছে যায়, সেখান থেকে সেবা গ্রহীতা তা গ্রহণ করেন। এতে করে সেবা গ্রহীতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এর দপ্তরে বার বার যাওয়া আসার জন্য যে সময়, আর্থিক ব্যয় ও ভোগান্তি হতো তা হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সর্বোচ্চ ২০ দিন সময়ের প্রয়োজন হতো। সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের উদ্যোগ নেয়ার পরে নৌকার মালিক কর্তৃক আবেদন দাখিলের ০৬ দিনের মধ্যে বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি) প্রদান করা হচ্ছে।	কার্যকর আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	প্রযোজ্য নয়।	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
৪।	সামাজিক বনায়নের নির্বাচিত উপকারভোগী এবং অন্যান্য পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিনামা সম্পাদন ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজিকরণ (২০২১-২২ থেকে অদ্যাবধি)	সামাজিক বনায়ন কর্মকান্ডের সফলতা অনেকাংশেই নির্বাচিত উপকারভোগীর মাঝে সময়মতো সম্পাদিত চুক্তিনামা (সামাজিক বনায়নের সকল পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত) হস্তান্তরের উপর নির্ভর করে। কেননা, যত দ্রুত সম্পাদিত চুক্তিনামা উপকারভোগীদের নিকট হস্তান্তর করা যাবে, উপকারভোগীদের মাঝে তত দ্রুত বাগানটির মালিকনার বিষয়ে উপলব্ধি আসবে এবং বাগান রক্ষার্থে তারা বেশী অনুপ্রাণিত হবে। বিদ্যমান ব্যবস্থাপনায় সামাজিক বনায়নে নির্বাচিত উপকারভোগীগণ এবং সকল পক্ষের মাঝে চুক্তিনামা সম্পাদন ও হস্তান্তর হতে অনেক বিলম্ব হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাগান সৃজনের পরবর্তী ৪-৫ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। এতে উক্ত সময় পর্যন্ত অনেক উপকারভোগীর মাঝে বাগান রক্ষায় অনীহা/শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং অনিশ্চয়তাও দেখা দেয়। ফলে বাগানের চারা গাছ/গাছ নানাবিধ কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং আবর্তকাল শেষে বাগান কর্তনের সময় বাগানে লক্ষমাত্রার চেয়ে কম গাছ থাকে; বাগানের বিক্রয়মূল্য কমে যায় এবং উপকারভোগীসহ অন্যান্য সকল পক্ষ কম লভ্যাংশ পায়। সেবাটি সহজিকরণ করার ফলে চুক্তিনামা স্বাক্ষরপূর্বক উপকারভোগীগণকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছে। এতে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগানের সফলতার হার বৃদ্ধি পাবে এবং উপকারভোগীদেরকে বাগান কর্তনের সাথে সাথে লভ্যাংশ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদানসহ তাদের ভোগান্তি দূর করা সম্ভব হবে।	কার্যকর আছে। কার্যক্রমটি সফলভাবে পাইলট আকারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক বনায়নে অন্তর্ভূক্ত সকল বিভাগসমূহে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।	পাইলট এলাকার সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	প্রযোজ্য নয়।	
উদ্ভাবনী উদ্যোগ						
১।	বন অধিদপ্তরের ইকোট্যুরিজম সাইট ও নার্সারির তথ্যাদি সম্বলিত এ্যাপ চালুকরণ (২০১৮-১৯ থেকে অদ্যাবধি)	বন অধিদপ্তরের ইনোভেশনের আওতায় ১টি অ্যাপস চালু করা। এ্যাপসটিতে দুটি সাইট আছে নার্সারী ও ইকোট্যুরিজম। এর মধ্যে নার্সারীতে ক্লিক করলে ঐ ব্যাক্তির কাছাকাছি নার্সারীটি দেখাবে, সেখানে কোন কোন প্রজাতির চারা পাওয়া যায় এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও জেলা-উপজেলা ভিত্তিক দেখতে চাইলে তাও দেখাবে। ঐ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর দেয়া থাকবে, মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ পূর্বক যে কোন সেবা গ্রহীতা সেবাটি নিতে পারবে। তেমনি ভাবে ইকোট্যুরিজম সাইট দেখতে চাইলেও যে কোন ব্যাক্তি ইকোট্যুরিজম সাইটে সার্চ দিয়ে নির্দিষ্ট এলাকার জিও লোকেশন কি কি আছে তা দেখতে পারে। কোন কর্মকর্তার	পাইলট আকারে কার্যকর আছে।	১০টি জেলার সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	Google Play store-এ গিয়ে BFD সার্চ।	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		তত্ত্বধানে তা মোবাইল নম্বরসহ দেখতে পারেন। এ্যাপসটিতে মাত্র ১০টি জেলার নার্সারীর অবস্থান দেয়া আছে, ৬৪টি জেলাই অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা আছে।				
২।	সুন্দরবনে ইকোট্যুরিজম স্পটসমূহ ভ্রমণে ই-টিকেটিং চালুকরণ	একটি সফটওয়্যার সার্ভিস লিমিটেড কোম্পানীর মাধ্যমে কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হচ্ছে। দর্শণার্থীগণ নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকল প্রকার ট্যুরের বুকিং ও কাঙ্ক্ষিত টিকেট ক্রয় করতে পারেন। অনলাইনে প্রত্যেকটি ট্যুরিজম স্পটের জন্য নির্ধারিত ট্যুর অপারেটরদের পেমেন্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, সিস্টেমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি প্রচারের নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	উদ্যোগটি কার্যকর আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	https://sundarbantourism.bforest.gov.bd/	
৩।	সামাজিক বনায়নে স্মার্ট ব্যবস্থাপনা (২০২৩-২৪ সাল থেকে অদ্যাবধি)	সামাজিক বনায়নের আওতায় বাগান সৃজন, কর্তন, বনায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের (ভূমি মালিক সংস্থা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপকারভোগী ও বন অধিদপ্তর) মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ ও টিএফএফ(Tree Farming Fund) দ্বারা পুন:বনায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির অনলাইন সফটওয়্যার চালুকরার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্রমটি পাইলট আকারে সামাজিক বন বিভাগ, ঢাকা ও ঢাকা বন বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক বনায়নের অন্তর্ভূক্ত সকল বিভাগসমূহে ক্রমান্বয়ে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।	ওয়েব বেইজড সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।	পাইলট এলাকার সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	Log In - SUFAL Project (bforest.gov.bd)	
৪।	অনলাইনের মাধ্যমে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের রেস্ট হাইজ সমূহ বুকিং (১১/১২/২০২০ থেকে অদ্যাবধি)	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষন বিভাগ কর্তৃক এ সেবাটি অনলাইনে দেয়া হচ্ছে। ১৯/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ১ম অনলাইনে বুকিং হয়েছে। একজন সেবা গ্রহীতা প্রথমে হোম পেউজ লগ ইন করবে। তারপর রেস্ট হাউজ বা কটেজ সিলেক্ট করে পরে বুকিং ষ্ট্যাটাস দিবে এবং তারিখ নির্বাচন করবে। তৎপ্রেক্ষিতে বুকিং নিশ্চিত হবে। তারপর সোনালী ব্যাংকের চালানের মাধ্যমে বুকিং এর টাকা জমা হবে। সেবাগ্রহীতাকে ১টা আই ডি দেয়া হবে; তা ব্যবহার করে বুকিংকৃত দিনে রেস্ট হাউজ প্রবেশ করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, রেস্ট হাউজ বুকিং দিয়ে টাকা জমা না দিলে ২৪ ঘণ্টা পর বুকিং বাতিল হয়ে যায়। এই এ্যাপসটির কিছু সমস্যা রয়েছে যেমন-চালান এর মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হয়, অনলাইন করা হয়নি। এটি অনলাইন মোবাইল ব্যাকিং, বিকাশ, রকেট এবং নগদের মাধ্যমে জমা দিতে পারলে জনগন আরও উপকৃত হবে এবং এ্যাপসটি জনবান্ধব হবে।	কার্যকর আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে। পেমেন্ট এর বিষটি অনলাইনে করা হলে এ্যাপসটি আরও জনবান্ধব হবে।	Forest Rest house Booking- http://booking.bdforesttourism.com/apps/f?p	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
৫।	উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে বন্যপ্রাণী চলাচলের জন্য ক্যানোপী ব্রীজ নির্মাণ (২০২১-২২ থেকে অদ্যাবধি)	লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের মধ্যে সড়কপথ ও রেলপথ অতিক্রম করেছে। এ দুই পথে একদিকে যেমন প্রচুর পরিমাণ যানবাহন (মোটরযান ও রেলপথ) চলাচল করে অপরদিকে বন্যপ্রানিরাও প্রতিনিয়ত রাস্তার একপাশ থেকে অন্য পাশে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হয়। এ রাস্তা পারাপারের সময় প্রায়শঃই যানবাহন ও রেলের চাপায় পিষ্ট হয়ে বন্যপ্রাণিরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বর্নিত রেল ও সড়কপথ লাউয়াছড়া উদ্যানকে দ্বিখন্ডিত করায় গাছের ক্যানোপির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রাইমেট জাতীয় প্রাণী যারা এ কারণে সড়কের উভয় পার্শ্বের জংগল ব্যবহার করতে পারে না, তারা খাদ্য সংগ্রহ ও বাসস্থান এর তাগিদে গাছ থেকে মাটিতে নেমে রাস্তা অতিক্রম করতে যায় তখন তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য রেল ও সড়ক পথের উপর দিয়ে যে স্থানগুলোতে অনেক দূরব্যাপী ক্যানোপি; নিকটতত্ব (ক্লোজনেস) নাই সেখানে প্রাইমেট জাতীয় প্রাণীদের চলাচল করার জন্য রাস্তার এপার-ওপার মোটা রশি দিয়ে ক্যানোপি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। কোয়ালিটিটিভ এ উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় নির্মিত ক্যানপি ব্রীজ এর ওপর দিয়ে প্রাণীরা রাস্তার উভয় পার্শ্বে নিরাপদে চলাচল করতে পারছে। ফলশ্রুতিতে ট্রেন ও বাস লাইনে বর্ণিত মূল্যবান প্রাণীসমূহের অনাকাংখিত মৃত্যু কমে গেছে যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।	কার্যকর আছে।	কোয়ালিটিটিভ এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় নির্মিত ক্যানপি ব্রীজ এর ওপর দিয়ে প্রাণীরা রাস্তার উভয় পার্শ্বে নিরাপদে চলাচল করতে পারছে।	প্রযোজ্য নয়।	
ডিজিটাইজকৃত সেবা						
১।	ডিজিটাল প্রকাশনা হিসাবে অরন্য বার্তা (২০২০-২১)	ডিজিটাল সেবার আওতায় ডিজিটাল প্রকাশনা হিসাবে অরন্য বার্তা ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০২০-২১ অর্থবছরের মার্চ মাসে। ডিজিটাল পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে বন অধিদপ্তরে সাম্প্রতিক সময়ে কি কার্যক্রম ঘটছে তার একটি ধারাবাহিক চিত্র জনগণের নিকট খুব সহজে, স্বল্প সময়ে এবং খরচ ব্যতিরেকে পৌছানো সম্ভব। পরবর্তীতে অরন্য বার্তা অর্থাৎ ডিজিটাল প্রকাশনাটি প্রতি তিনমাস পরপর প্রকাশিত হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে বাজেট অপ্রতুলতার কারণে আপাতত প্রকাশনার কার্যক্রমটি স্থগিত আছে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর না। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে অরণ্য বার্তা প্রকাশনার কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হবে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে না।	www.bforest.gov.bd এর প্রচার ও প্রচারণা সেবা বক্সে সংরক্ষিত।	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
২।	বন অধিদপ্তরের সকল বনভূমির গেজেট সংগ্রহপূর্বক বন বিভাগওয়ারী ওয়েব-সাইটে প্রকাশ (২০২১-২২ থেকে অদ্যাবধি)	বন অধিদপ্তরের সকল বনভূমির গেজেট সংগহপূর্বক বন বিভাগওয়ারী ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বনভূমির গেজেট ডিজিটালাইজেশন করার ফলে একজন নাগরিক কোন জমিটি বন বিভাগের বা মালিকানাধীন তা ঘরে বসেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে জানতে পারে। ইতোপূর্বে বিষয়টি জানার জন্য তাদের বন বিভাগসহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অফিস, জেলা প্রশাসক এর কার্যালয় এবং ভূমি জরীপ অধিদপ্তরের সাথে বার বার যোগাযোগ করতে হতো। এর ফলে জনগণের জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতার সৃষ্টি সহ জনগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এবং ভোগান্তির শিকার হতো। মধ্যসত্ত্বভোগী দালালদের সরবরাহ করা জাল দলিল ও ভূয়া তথ্যের মাধ্যমে জনগণকে প্রতারণার শিকার হতে হতো এবং এর ফলে প্রচুর বনভূমিও জবরদখল হতো। বনভূমির গেজেট ওয়েবসাইটে প্রকাশে জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে তথ্যাদি পাওয়ায় তাদের ভোগান্তি দূর করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি বনভূমি জবরদখলের প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।	কার্যকর আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	www.bforest.gov.bd এর হোম পেইজ।	

Khaled Mosharof
30-06-24
Muhammed Khaled Mosharof
Programmer
Bangladesh Forest Department
Banabhaban, Agargaon, Dhaka

30.06.24
মোহাম্মদ [illegible] আউয়াল সরকার
[illegible]
প্রশাসন ও অর্থ
বন অধিদপ্তর, ঢাকা।